সংবাদ

তারিখ ... ০৩ JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ঢাবিতে ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী হাতাহাতি । এ সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় জবি শিক্ষক কাজী ফারুক হোসাইন –সংবাদ

ডাকসু নির্বাচন চাই

ঢাবি সিনেট অধিবেশন অবৈধ দাবি করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

শিক্ষকদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের জন্য আহূত বিশেষ অধিবেশনে শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। এতে ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে জানান আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি উম্মে হাবিবা বেনজির। গতকাল বিকেল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মুঠোফোনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী অপু জানান, এদিন সিনেটের বিশেষ অধিবেশনে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের উদ্যোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা ছাত্র প্রতিনিধি ছাড়া সিনেটের এ অধিবেশনকে অবৈধ দাবি করে বিক্ষোভ করেন। তারা উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের আগে ডাকসু নির্বাচনের দাবি তোলেন।

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি উম্মে হাবিবা বেনজির বলেন, এরই জের ধরে সিনেট অধিবেশন চলাকালে রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের মূল ফটকে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় গেটে তালা লাগানো থাকায় শিক্ষার্থীরা তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতে চান। কিন্তু সেখানে থাকা শিক্ষকরা তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন।

তিনি আরও বলেন, ডাকসু নির্বাচন

সিনেট : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

সিনেট : অধিবেশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধি ছাড়া কিভাবে সিনেট নির্বাচন হচ্ছে, কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে তা জানতেই আমরা এখানে এসেছি। আমরা শিক্ষকদের এ হামলার তীব্র নিন্দা জানাই।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ছাত্রলীগের নেতারা সিনেটের সামনে শোডাউন করেছেন। তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একুশে হল শাখার সাধারণ সম্পাদক আহসান পিয়াল, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ফুল সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার কবির বিদ্যুৎ, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় শাখার সহ-সভাপতি মনির হোসেন ও আমিনুল ইসলামসহ অন্যরা। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরসহ অন্যদের শেল্টার দিয়েছেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের আটকায়নি। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ঠিকই আটকে দিল।

বাইরে থেকে কতিপয় 'সন্ত্রাসী' ভাড়া করেছে বিশ্ববিদ্যালয় এমন দাবি করেন শিক্ষার্থীরা। যার মধ্যে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর-এর শিক্ষক কাজী ফারুক হোসেন। তিনি ছাত্রলীগের সাবেক নেতা এবং জবি নীল দলের নেতা। বিক্ষোভের সময় তিনি শিক্ষার্থীদের লাথি মারেন। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এএম আমজাদ সংবাদকে জানান, শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে বলেছিলাম। কিন্তু তারা তা না করে গেটের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এক পর্যায়ে সেখানে থাকা শিক্ষকরা তাদের সরিয়ে দেয়। এরপর উপাচার্য অফিসের সামনে তারা বিক্ষোভ করে।

তবে জবি শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার্থীদের তাড়া করার বিষয়ে তিনি বলেন, সে আমাদের সাবেক ছাত্র। তাই বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালোবাসে বলেই সে হয়তো এটি করেছে।

শিক্ষকরা থাকতেও সাবেকদের কেউ বর্তমান শিক্ষার্থীদের ধাক্কা দেয়ার অধিকার রাখেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনি আমাদের এখানেও শিক্ষক হওয়ার চেষ্টা করছেন। এখনও হননি। তবে শীঘ্রই হয়ে যাবেন।